গবেষণা সিরিজ-২১

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

অন্ধ অনুসরণ
সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

অন্ধ অনুসরণ

সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮
মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Web site: revivedislam.com

প্রকাশকাল

১ম মুদ্রণ : অক্টোবর ২০০৬
২য় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৮

কম্পিউটার কম্পোজ

আম্মার কম্পিউটার্স
যোগাযোগ: ০১৯১৭০১৭৮৯২

মুদ্রণ ও বাঁধাই

দেশ প্রিন্টার্স
১০ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ৭১২২৮৬৫
০১৭১২-১২৬০৫৮

মূল্য ২৮.০০ টাকা

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ্ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُوْلئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ্ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (২, বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ .

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার সময় সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. কুরআনের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ্ এই আয়াতে রাসূলের সা. মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহঃ ২২, নিসাঃ ৮০) আল্লাহ রাসূলকে সা. বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না।

তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ্ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ১৫.০১.২০০৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল আ. বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ্ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

ম. রহ্মান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ্ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ্ থেকে। আল্লাহ্ই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ্ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহ্র ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহ্র এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ সা. এর পর আর কোন নবী-রাসূল আ. দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল সা. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের সা. মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা

করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নাহলের ৫২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।
আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল সা. এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল সা. কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল সা. আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে ঐ বিষয় বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে। আর এ

পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা ৯১, আশ-শামছের ৭-১০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا.قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا.

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ্ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকে বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে।

আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল সা. এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلاَمُ لِــوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْاَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ. وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا. اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থ: রাসূল সা. ওয়াবেছা রা. কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর

বললেন, যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে রাসূল সা. স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে-

১. সূরা ৮, আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ১০, ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থঃ যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অকল্যাণ চাপিয়ে দেন (ভূল চেপে বসে)।

৩. সূরা ৬৭, মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيْرِ.

অর্থঃ জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করলে তারা ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারত এবং সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ্ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল সা. তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা রা. বলেন, নবী করিম সা. ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদেরকে

আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'। (বুখারী ও মুসলিম) হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌছে দেয়'।
(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে-

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,
খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,
গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয় এবং
ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে-

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,
খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না এবং
গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ

করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি।

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের সা. মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বুরাক নামক বাহনে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক বাহনে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল সা. কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘন্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিসকে (Computer disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal) এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যের সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজেই বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ্ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ্ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ্ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল ধরা হলেও মনে রাখতে হবে ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহের ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়ে তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ্ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল সা. ও সুন্নাহের মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলার চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল।

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

পড়া, শুনা, দেখা বা অনুভবের মাধ্যমে জ্ঞানের আওতায় আসা যে কোন বিষয়

↓

বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই

↓

বিবেক-বুদ্ধির রায়কে ইসলামের রায় বলে সাময়িকভাবে গ্রহণ করা (বিবেক-সিদ্ধ হলে সঠিক এবং বিবেকের বিরুদ্ধ বা বাইরে হলে ভুল বলে সাময়িকভাবে ধরা)

↓

কুরআন দ্বারা যাচাই

↓

মুহ্কামাত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়

- কুরআনে পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে ইসলামের রায় বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- কুরআনে বিপক্ষে প্রত্যক্ষ (পরোক্ষ নয়) বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে প্রত্যাখ্যান করে কুরআনের বক্তব্যকে ইসলামের রায় বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- কুরআনে বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারা

মুতাশাবিহাত বা অতীন্দ্রিয় বিষয়

- কুরআনে পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে ইসলামের রায় হিসেবে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- কুরআনে বিপক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে প্রত্যাখ্যান করে কুরআনের বক্তব্যকে ইসলামের রায় বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- কুরআনে বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারা

↓

হাদীস দ্বারা যাচাই

- পক্ষে সহীহ হাদীসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে ইসলামের রায় বলে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা
- বিপক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী হাদীসের প্রত্যক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে প্রত্যাখ্যান করে হাদীসের বক্তব্যকে ইসলামের রায় বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- হাদীসে বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারা

↓

সাহাবায়ে কিরাম, পূর্ববর্তী ও বর্তমান মনীষীদের রায় পর্যালোচনা

- তাদের রায় বেশি তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক হলে সে রায়কে সত্য বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- নিজ বিবেকের রায় অর্থাৎ সাময়িক রায় বেশি তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক হলে সে রায়কে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা

মূল বিষয়

অন্যের বলা কথা, দেয়া তথ্য বা বক্তব্য, করা তরজমা বা ব্যাখ্যা, কোন ধরনের যাচাই না করে মেনে নেয়া ও অনুসরণ করাকে অন্ধ অনুসরণ বলে। বর্তমানে মুসলিম সমাজের সকল স্তরে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে এই অন্ধ অনুসরণ ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। অন্ধ অনুসরণের ফলে যারা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হন তারা নানা রকম তত্ত্ব বা তথ্যের আলোকে অন্ধ অনুসরণ ইসলামে সিদ্ধ বলে প্রচার করে থাকেন।। আবার কেউ কেউ কল্যাণকর মনে করেই এটিকে সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করে থাকেন। যেভাবে এবং যে কেউই প্রচার করে থাকুক না কেন, বর্তমান মুসলিম সমাজের অনেকেই অন্ধ অনুসরণ ইসলামে দোষের নয় বলে জানেন ও মানেন :

অন্ধ অনুসরণ যে জাতির ব্যাপক ক্ষতি করছে একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাকালেই তা বুঝা কঠিন নয়। তাই জাতির অধিকাংশ এটিকে কিভাবে সিদ্ধ বা কল্যাণকর ভেবে মেনে নিল তা ভেবে অবাক হতে হয়। বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল অন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির সহজ-সরল তথ্যগুলো একটু গুছিয়ে জাতির সামনে তুলে ধরা। ঐ তথ্যগুলো দেখার পর সাধারণ মেধার যে কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য কী, তা বুঝা মোটেই কঠিন হবে না। এর ফলে আশা করা যায়, অন্ধ অনুসরণের জাতি বিধ্বংসী কুফল থেকে মুক্ত হয়ে পৃথিবীর এককালের শ্রেষ্ঠ জাতি, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের হৃত গৌরব পুনঃ উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

আলোচ্য বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার জন্যে যে বিষয়গুলো প্রথমে ভালভাবে জেনে ও বুঝে নিতে হবে

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্যে সবাইকে নিম্নের তিনটি বিষয় ভাল করে জেনে ও বুঝে নিতে হবে–

১. ইসলাম জানে না এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে কিনা,

২. ইসলাম মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বাইরে বা বিরুদ্ধ কোন বিষয় আছে কিনা।

৩. ইসলাম কোন সত্তা বা ব্যক্তিকে নির্ভুল বলে স্বীকার করে কিনা,

উল্লিখিত তিনটি বিষয় ভাল করে জানা থাকলে ইসলামে 'অন্ধ অনুসরণ' সিদ্ধ কিনা এবং না হলে তা কার জন্যে কী পর্যায়ের গুনাহ, সে সিদ্ধান্তে পৌছা মোটেই কঠিন হবে না। তাই চলুন বিষয়গুলো প্রথমে জেনে নেয়া যাক।

ইসলাম জানে না এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে কিনা

আল-কুরআন

তথ্য-১

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا.

অর্থঃ শপথ মানুষের জীবনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার পাপ ও সৎ কর্ম তাকে 'ইলহাম' করেছেন।

(আশ্-শাম্সঃ৭,৮)

ব্যাখ্যাঃ প্রথম আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ্ মানুষের জীবনের ও তার নিজের কসম খেয়ে তথা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, তিনি মানুষকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ এখানে গুরুত্ব সহকারে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যে ধরনের বুদ্ধি-বৃত্তিক ও শারীরিক গঠন প্রয়োজন, মানুষকে তিনি সে ধরনের গঠন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। 'বুদ্ধি-বৃত্তিক' গঠন হচ্ছে 'সাধারণ জ্ঞান'। তাই আল্লাহ্ এখানে গুরুত্বসহকারে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যে ধরনের সাধারণ জ্ঞান ও শারীরিক গঠন দরকার, মানুষকে তিনি তা জন্মগতভাবে দিয়েই সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে মহান আল্লাহ্ কী পদ্ধতিতে তিনি ঐ জ্ঞান দেন তা জানিয়ে দিয়েছেন। সে পদ্ধতি হচ্ছে 'ইলহাম'। 'ইলহাম' হচ্ছে মানুষের অন্তরে অতি প্রাকৃতিকভাবে কোন জ্ঞান বা ধারণা জাগিয়ে দেয়া। তাহলে আল্লাহ্ এ আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি প্রত্যেক মানুষের অন্তরে, ইসলাম অনুযায়ী কোন কাজটি পাপ ও কোনটি সওয়াব অর্থাৎ কোন কাজটি ন্যায় বা সিদ্ধ এবং কোনটি অন্যায় বা নিষিদ্ধ তা অতিপ্রাকৃতিকভাবে জানিয়ে দেন। আর অতিপ্রাকৃতিকভাবে আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত, ইসলামের জ্ঞান লাভের এ উৎসটিকে আরবীতে আকল (عقل), বাংলায় বিবেক-বুদ্ধি এবং ইংরেজিতে Conscience-intellect বলে।

তথ্য-২

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

অর্থঃ অতএব তুমি একনিষ্ঠভাবে দীনের (ইসলামের) উপর নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি। যার উপযোগী করে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

(রূমঃ ৩০)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ প্রথমে এখানে রাসূল (স.) কে উদ্দেশ্য করে সকল মানুষকে একনিষ্ঠভাবে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে বলেছেন। তারপর তিনি বলেছেন, তার প্রকৃতি হচ্ছে ইসলাম। অর্থাৎ যে প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী তিনি মহাবিশ্বের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন সেই বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল দীন বা জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। শেষে তিনি বলেছেন, মানুষকে তিনি ঐ জীবন বিধানের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, প্রাকৃতিক জীবন বিধান ইসলাম জানা, বুঝা বা অনুসরণ করার জন্যে যে সকল বুদ্ধি-বৃত্তিক ও শারীরিক গঠন দরকার তা জন্মগত বা প্রকৃতিগতভাবে যোগান দিয়েই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

তাহলে ১ নং তথ্যের আয়াতখানির ন্যায় এ আয়াতের মাধ্যমেও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলামকে জন্মগত বা প্রকৃতিগতভাবে জানার ব্যবস্থা করেই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ইসলামকে জানার আল্লাহর প্রদত্ত সেই ব্যবস্থা বা উৎস হচ্ছে বিবেক-বুদ্ধি।

তথ্য-৩

وَلاَ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ.

অর্থঃ আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী মনের। (কিয়ামাত:২)

ব্যাখ্যাঃ তিরস্কারকারী মন হচ্ছে সেই মন যে মানুষকে অন্যায় বা পাপ করলে ভিতরে ভিতরে তিরস্কার তথা দংশন করে। এ মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সকল মানুষই অবহিত। পূর্বের দু'টি তথ্যে আল্লাহ জন্মগতভাবে মানুষকে দেয়া যে উৎস বা যোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন সেটিই হচ্ছে মানুষের এই মনটি। আলোচ্য আয়াতে জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ মন বা যোগ্যতাটির কসম খাওয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন ঐ জিনিসটি মানুষের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবন-যাপনের সময় সঠিক পথে থাকার জন্যে তথা সঠিকভাবে ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে ঐ জিনিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মনটিকেই বিবেক বা বিবেক-বুদ্ধি বলা হয়।

তথ্য-৪

... ... كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ. قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِيْ ضَلاَلٍ كَبِيْرٍ، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ.

অর্থঃ ... ...প্রতি বারে যখনই এতে (দোযখে) কোন (কাফির) দল পৌছাবে, তার কর্মচারীরা তাদের জিজ্ঞাসা করবে– কোন সাবধানকারী কি তোমাদের নিকট আসেনি? তারা বলবে সাবধানকারী আমাদের নিকট এসেছিল, কিন্তু আমরা তাদের অবিশ্বাস করেছি এবং বলেছি যে, আল্লাহ্ কিছুই নাযিল করেননি। আসলে তোমরা বড় ভুলের মধ্যে আছ। অতঃপর তারা বলবে, 'হায়, আমরা যদি (ঐ কথাগুলো) শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম তা হলে আমাদের দোযখের অধিবাসী হতে হত না। (মুলকঃ ৮, ৯, ১০)

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতকখানির মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ মানুষের বিবেক-বুদ্ধির ব্যাপারে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন। আমরা সাধারণভাবে জানি এবং রাসূল (স.)ও বলেছেন (পরে আসছে) মানুষের (ইসলামী) বিবেক, যা তারা জন্মগতভাবে আল্লাহর নিকট থেকে পায়, শিক্ষা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু জন্মগতভাবে পাওয়া বিবেক যে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না আল্লাহ্ সেটি এখানে জানিয়ে দিয়েছেন।

যে সকল কাফির দোযখে যাবে তাদের আল্লাহ্ প্রদত্ত বিবেক অবশ্যই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। সেই কফিরদের যখন ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবে– দুনিয়ায় কোন সতর্ককারী কি তাদেরকে আল্লাহর বক্তব্য অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্য শুনায়নি? উত্তরে ঐ কফিররা বলবে সর্তকারী এসেছিল কিন্তু আমরা তাদের বলেছিলাম, তোমরা বড় ভুল কথা বলছ। আল্লাহ্ ঐ রকম কিছু নাযিল করেননি। এরপর তারা বলবে– আজ আমরা বুঝতে পারছি কুরআনের ঐ কথাগুলো যদি মনোযোগ দিয়ে শুনতাম ও নিজ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম তবে দোযখে আসতে হত না। কারণ, তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম কুরআন তথা ইসলামের কথাগুলো বিবেক তথা যুক্তিসঙ্গত। ফলে আমরা সেগুলো সহজে মেনে নিতে ও আমল করতে পারতাম।

তাহলে এ আয়াতকখানির বক্তব্যের মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ইসলামী বিবেক, পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে পরিবর্তিত হলেও তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। অবশিষ্ট থাকা জন্মগত বিবেকটুকু দিয়েও সে যদি ইসলামের কথা মনোযোগ দিয়ে বুঝার চেষ্টা করে বা অন্য কেউ যদি সুন্দরভাবে তার নিকট ইসলামকে উপস্থাপন করতে পারে, তবে সে সহজে বুঝতে পারবে ঐ কথাগুলো বিবেক সম্মত তথা যুক্তিগ্রাহ্য। ফলে তার পক্ষে কথাগুলো মেনে নেয়া তথা ইসলাম কবুল করা সহজ হয়ে যায়। তাইতো আমরা দেখতে পাই পৃথিবীতে অমুসলিম থেকে মুসলিম হওয়ার সংখ্যা অনেক কিন্তু অর্থলোভ বা মিথ্যা তথ্য ছাড়া কাউকে মুসলিম থেকে অমুসলিম বানানো যায় না।

কুরআনের যে সকল স্থানে বিবেক-বুদ্ধি খাটাতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে বা না খাটানোর জন্যে তিরস্কার করা হয়েছে তার অধিকাংশ স্থানে তা করা হয়েছে অমুসলিমদের তথা যাদের বিবেক পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে তাদের লক্ষ্য করে।

সুতরাং আল-কুরআন থেকে সহজে জানা ও বুঝা যায় যে, ইসলাম জানার জন্যে সকল মানুষকে মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে যে উৎসটি (বিবেক বা বিবেক-বুদ্ধি) দিয়েছেন তা বৈরি পরিবেশ পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়ে গেলেও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। উপযুক্ত তথ্য বা পরিবেশ পেলে তা আবার জেগে ওঠে।

অন্যদিকে যারা সত্যিকার মুসলিম অর্থাৎ যারা সত্যিকার ইসলামী পরিবেশে গড়ে ওঠে তাদের জন্মগত বিবেক আরো পরিস্ফুটিত বা সমৃদ্ধ হয়। অর্থাৎ তাদের বিবেকের রায় ও কুরআন-সুন্নাহের রায় প্রায় সকল ক্ষেত্রে একই হয়।

আল–হদীস

তথ্য-১

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ لِـــوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْاَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ. (أحمد وترميذى)

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়বেছাকে (রাঃ) বললেন, তুমি কি আমরা নিকট নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো : হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিন বার বললেন। তারপর বললেন : যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রাশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(তিরমিজি, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা:হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মানুষের অন্তর যে বিষয়ে স্বস্তি বা প্রশান্তি লাভ করে অর্থাৎ সম্মতি দেয় সেটিই হচ্ছে নেকীর কাজ তথা ইসলাম সিদ্ধ কাজ। আর মানুষের অন্তরে যে বিষয়ে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি হয় অর্থাৎ অন্তর যেটিতে সম্মতি দেয় না, সেটি গুনাহের কাজ তথা ইসলাম নিষিদ্ধ কাজ। মানুষের এ অন্তরকেই বিবেক বা বিবেক-বুদ্ধি

বলা হয়। তাহলে এ হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত বিবেক তথা বিবেক-বুদ্ধি হচ্ছে ইসলামকে জানার একটি মাধ্যম বা উৎস।

হাদীসখানির শেষ লাইনে 'যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়' কথাটি দ্বারা রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন– আল্লাহ্ প্রদত্ত এই নিয়ামতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই অন্য মানুষের বলা বা লিখা কথা, দেয়া তথ্য বা বক্তব্য, করা তরজমা বা ব্যাখ্যা নিজ বিবেক বিরুদ্ধ হলে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে না নিতে।

তথ্য-২

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক শিশু ফিতরাত বা প্রকৃতির উপর ভূমিষ্ঠ হয়। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও মাজুসী করে গড়ে তোলে যেমন বকরীর নিখুঁত বাচ্চা পয়দা হয়। অতঃপর বকরীর মালিক তার কান কেটে দেয়। তারপর তিনি فِطْرَتَ اللهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ. আয়াতখানি (রুম:৩০) তিলাওয়াত করেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে প্রথমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন প্রত্যেক শিশু তথা প্রত্যেক মানুষ ইসলামী বিবেক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারপর উদাহরণের মাধ্যমে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদির দ্বারা ঐ বিবেক পরিবর্তিত হয়ে যায় বা যেতে পারে।

তথ্য-৩

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا.(مسند أحمد)

অর্থ: হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 'প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর তারা কথা বলতে শিখে। তারপর সে হয়তো অকৃতজ্ঞ (কাফির) অথবা কৃতজ্ঞ (মুসলিম) হয়ে যায়।' (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক শিশু ইসলামী বিবেক নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর সে যদি অনৈসলামিক পরিবেশে গড়ে ওঠে তবে তার জন্মগত ইসলামী বিবেক পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং সে কাফির হয়ে যায়। আর সে যদি ইসলামী পরিবেশে গড়ে ওঠে তবে তার জন্মগত ইসলামী বিবেক আরো সমৃদ্ধ হয় এবং সে মজবুত মুসলিম হয়ে যায়।

তথ্য-৪

মুসলিমরা এক যুদ্ধে শত্রুদের বালক-বালিকাদেরও হত্যা করে ফেলল। এ খবর শুনে রাসূল (স.) খুব দুঃখিত হলেন এবং বললেন, লোকদের কী হল? তারা সীমা লংঘন করল কেন? তারা বালক-বালিকদের পর্যন্ত হত্যা করে ফেলল? এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কথা শুনে বলল, তারা কি অমুসলিমের সন্তান ছিল না? রাসূল (সা.) বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম ও সর্বাপেক্ষা ভাল তারাতো সকলে মুশরিকদের সন্তান। পরে তিনি বললেন, সকল মানব সন্তানই প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। তাদের যখন মুখ খুলতে শুরু হয় তখন পিতা-মাতাই তাদের ইহুদী বা নাসারা বানিয়ে দেয়। (মুসনাদে আহমদ ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে কাফিরের সন্তান কাফির হবে সুতরাং যুদ্ধে কাফিরদের সন্তানদের হত্যা করা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে, একজন সাহাবীর এ কথার উত্তরে রাসূল (স.) প্রথমে বলেছেন, সাহাবীদের মধ্যে যারা উত্তম ও সর্বাপেক্ষা ভাল তারা সকলেই মুশরিকদের সন্তান ছিল। তারপর তিনি বলেছেন, সকল মানব সন্তনই ইসলামী বিবেক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

অর্থাৎ হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, সকল মানুষ ইসলামী বিবেক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে সে বিবেক পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় তারা কাফির-মুশরিক হয়ে গেলেও তাদের জন্মগত ইসলামী বিবেকের অনেকাংশ অবিকৃত থাকে। উপযুক্ত তথ্য বা পরিবেশ পেলে তাদের অবিকৃত থাকা ইসলামী বিবেকটুকু জেগে ওঠে। ফলে তারা আবার ইসলাম গ্রহণ করে তথা মুসলিম হয়ে যায়। তাই অমুসলিমদের ছেলে-মেয়েদের হত্যা করা উচিত নয়। কারণ, তাদের ইসলামী পরিবেশে গড়ে তুলতে পারলে বা তাদের নিকট ইসলামের তথ্য যথাযথভাবে পৌছাতে পারলে, তারা মুসলিমরূপে গড়ে উঠবে বা মুসলিমে রূপান্তরিত হবে।

সুধী পাঠক

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো জানার পর তাহলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায় যে, ইসলামকে পালন করার জন্যে আল্লাহ জন্মগতভাবে মানুষকে যেমন সঠিক শারীরিক গঠন দিয়েছেন, তেমনই ইসলামকে জানার জন্যেও তিনি মানুষকে জন্মগতভাবে বিবেক-বুদ্ধি, عقل বা Conscience-

intellect নামের একটি উৎস, যোগ্যতা বা শক্তি দিয়েছেন। সঠিক তথা ইসলামী পরিবেশ পেলে ঐ উৎসটি পরিস্ফুটিত বা উৎকর্ষিত হয় এবং বৈরি তথা অনৈসলামিক পরিবেশ পেলে ঐ উৎস অবদমিত হয় কিন্তু নিঃশেষ হয় না। অর্থাৎ ইসলামী পরিবেশে সঠিকভাবে গড়ে ওঠা একজন মানুষ তথা একজন প্রকৃত মুসলমানের বিবেকের প্রায় সকল রায়, ইসলাম তথা কুরআন-হাদীসের রায়ের অনুরূপ হয়। আর অনৈসলামিক পরিবেশে গড়ে ওঠা একজন মানুষ তথা কাফির-মুশরিকদের বিবেকের কিছু রায় বিপরীত হলেও অনেক রায় কুরআন-হাদীসের রায়ের অনুরূপ হয়। বিশেষ করে মৌলিক মানবীয় গুণাবলী তথা সাধারণ নৈতিকতার বিষয়গুলোর ব্যাপারে অমুসলিমদের বিবেকের রায় ও ইসলাম তথা কুরআন-হাদীসের রায় সাধারণত একই হয়।

তাহলে কুরআন ও হাদীসের এ তথ্যসমূহের আলোকে সহজেই বলা যায়, সকল বিবেকবান মুসলিম ইসলামের অধিকাংশ বিষয় জানে এবং একজন বিবেকবান অমুসলিম ইসলামের অনেক বিষয় জানে।

ইসলামে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বাইরের বিষয় আছে কিনা

বিবেক–বুদ্ধি

তথ্য-১

পূর্বেই আমরা জেনেছি, ইসলাম জানা ও বুঝার জন্যে, জন্মগতভাবে সকল মানুষকে আল্লাহর দেয়া একটি মাধ্যম বা উৎস হচ্ছে বিবেক বা বিবেক-বুদ্ধি। ইসলাম জানা ও বুঝার জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত অন্য দু'টি মাধ্যম বা উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। মূল এই উৎস তিনটির মধ্যে গুরুত্বের পার্থক্য থাকলেও তিনটি উৎসই এসেছে মহান আল্লাহর নিকট থেকে। একই উদ্দেশ্যে একই উৎস থেকে আসা বিষয়ের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিল বেশি থাকবে, এটিতো একটি চিরসত্য (Eternal Truth) বিষয়। সুতরাং সহজেই বলা যায়, কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেকের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিল থাকার কথা বেশি। অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধ বা বাইরের কথা না থাকারই কথা। আর কোন কারণে থাকলেও তার সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ার কথা।

তথ্য-২

আল-কুরআনের অনেক জায়গায় মানুষকে কুরআন তথা ইসলাম জানা বা বুঝার কাজে বিবেক-বুদ্ধিকে ব্যবহার করার জন্যে হয় উৎসাহিত করেছে অথবা ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার না করার জন্যে কঠোর ভাষায় তিরস্কার

করেছেন। ইসলামে যদি মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বাইরের বা বিরুদ্ধ বিষয় বেশি থাকত তবে মহান আল্লাহ কুরআন তথা ইসলাম জানা বা বুঝার জন্যে বিবেক-বুদ্ধির ব্যবহারকে ঐভাবে উৎসাহিত না করে বরং নিরুৎসাহিত করতেন। এখান থেকেও সহজে বুঝা যায়, ইসলামে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বাইরের বা বিরুদ্ধ কথা না থাকারই কথা এবং থাকলেও তার সংখ্যা খুব কমই হওয়ার কথা।

আল-কুরআন

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ.

অর্থ: তিনিই (আল্লাহ) তোমার নিকট এই (আল-কুরআন) নাযিল করেছেন। এই কিতাবে আছে, মুহকামাত আয়াত। ওগুলোই হচ্ছে কুরআনের মা (আসল আয়াত)। বাকি আয়াতগুলো হচ্ছে মুতাশাবিহাত। যাদের মনে দোষ বা বক্রতা আছে, তারাই শুধু মুতাশাবিহাত আয়াতের (বক্তব্যের) পিছনে লেগে থাকে, ফিতনা ছড়ানো এবং তার প্রকৃত অর্থ বের করার উদ্দেশ্যে। অথচ তার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। (আলে-ইমরান:৭)

ব্যাখ্যা: মুহকামাত আয়াত হচ্ছে সেই আয়াত যেখানে মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের (দেখা, শুনা, স্পর্শ, স্বাদ ও অনুভব) এক বা একাধিকটির মাধ্যমে জানা বা বুঝা যায়, এমন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আর মুতাশাবিহাত আয়াত হচ্ছে সেগুলো যেখানে এমন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোনটির দ্বারা জানা বা বুঝা সম্ভব নয়। অর্থাৎ সেই বিষয় যা মানুষ কোনদিন দেখেনি, শুনেনি, স্পর্শ, স্বাদ বা অনুভব করেনি।

এই বিখ্যাত আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ তাহলে প্রথমে আল-কুরআনের সকল বিষয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং বলেছেন, ইন্দ্রিয়গ্রহ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে কুরআনের 'মা' স্বরূপ তথা কুরআনের প্রধান বিষয়।

এরপর আল্লাহ বলেছেন, যাদের মনে বক্রতা, দোষ বা খারাপ ইচ্ছা আছে তারাই শুধু ভুল বোঝা-বুঝি ছড়িয়ে ইসলামের ক্ষতি করার জন্যে অতীন্দ্রিয় বিষয়ধারী আয়াতসমূহের পেছনে লেগে থাকে, তার প্রকৃত বা অন্তর্নিহিত অর্থ বের করার জন্যে।

সবশেষে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেছেন, অতীন্দ্রিয় বিষয় ধারণকারী আয়াতের প্রকৃত অর্থ তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না বা বুঝতে পারবে না।

এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতে মহান আল্লাহ্ আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন যেটি সকল মুসলিমের ভাল করে জানা ও বুঝা দরকার এবং যা পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের জন্যেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি উদাহরণ প্রথমে বুঝে নিলে বিষয়টি বুঝা সহজ হবে।

একজন ব্যক্তির সামনে 'ক' ও 'খ' নামের দু'টি খাবার রেখে যদি শুধু বলে দেয়া হয় 'ক' খাবারটি খাওয়া নিষেধ। তাহলে খাবার দু'টি খাওয়া বা না খাওয়ার বিষয়ে ব্যক্তিটিকে যে আদেশ, অনুমতি বা তথ্য দেয়া, হয় তা হচ্ছে–

১. 'ক' খাবারটি খেতে প্রত্যক্ষভাবে (Directly) নিষেধ করা হয়।

২. 'খ' খাবারটি খেতে পরোক্ষভাবে (Indirectly) অনুমতি দেয়া হয়।

উদাহরণটি বুঝা কারো জন্যেই কঠিন হওয়ার কথা নয়।

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ আল-কুরআনের সকল আয়াতকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) ও অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহত) এই দুই প্রধান বিভাগে ভাগ করে শুধু অতীন্দ্রিয় আয়াত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে (Directly) দু'টি তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন। তথ্য দু'টি হচ্ছে–

১. অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য বের করার চেষ্টাকারী লোকেরা হচ্ছে দুষ্ট, খারাপ বা ইসলামের ক্ষতি করতে চাওয়া লাক। অর্থাৎ আল্লাহ্ অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত অর্থ বের করার চেষ্টা করতে সকলে নিষেধ করেছেন।

২. অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। অর্থাৎ জানিয়ে দেয়া হয়েছে অতীন্দ্রিয় আয়াতের সাধারণ অর্থের বাইরে প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকলের বিবেক-বুদ্ধির বাইরে।

তাহলে এ প্রসিদ্ধ আয়াতখানি থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াত সম্বন্ধে যে তথ্য পরোক্ষভাবে (Indirectly) বের হয়ে আসে তা হচ্ছে–

১. ইন্দ্রিয়গ্রহ্য আয়াতের প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য বের করার চেষ্টা করা সকলের উচিত।

২. সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের প্রকৃত অর্থ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সিদ্ধ। অন্য কথায় মানুষের বিবেক-বুদ্ধির চিরন্তনভাবে বাইরে কোন

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াত আল-কুরআনে নেই। দুই-একটি আয়াতের বিষয় বর্তমান বিবেক-বুদ্ধির বাইরে হলেও মানব সভ্যতার জ্ঞান ঐ স্তরে পৌঁছালে তা মানুষের বিবেক-সিদ্ধ হবে।

❑❑ সার সংক্ষেপ হিসেবে সহজেই বলা যায় যে, বিখ্যাত এই আয়াতখানির মাধ্যমে মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন–

১. আল-কুরআন তথা ইসলামে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যত বিষয় আছে তা সবই মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সিদ্ধ। অন্য কথায় কুরআন তথা ইসলামে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে চিরন্তনভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বাইরের কোন বিষয় নেই।
২. কুরআন তথা ইসলামের অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহের সরল অর্থ জেনেই সকলকে খুশি থাকতে হবে। ঐ সকল বিষয়ের প্রকৃত অর্থ বের করার চেষ্টা করা নিষেধ বা গুনাহের কাজ।
৩. কুরআন তথা ইসলামের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের শুধু সরল অর্থটি জেনে বসে থাকলে চলবে ন, চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে তার প্রকৃত অর্থ বের করার চেষ্টা সকলকে করতে হবে।
৪. কুরআন তথা ইসলামে অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলোই হচ্ছে সেই বিষয় যার প্রকৃত অর্থ চিরন্তনভাবে যানুষের বিবেকের বাইরে। আর ইসলামে প্রকৃত অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সংখ্যা খুবই অল্প।

আল-হাদীস

পূর্বে উল্লিখিত (পৃষ্ঠা নং ১৯) হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ইসলামের সিদ্ধ বা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ (পাপ বা গুনাহ) মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটি অর্থাৎ অন্তর (বিবেক) দিয়ে বুঝা বা সনাক্ত করা সম্ভব। অর্থাৎ মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধ কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ইসলামে নেই।

সুধী পাঠক

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উপরের তথ্যসমূহের আলোকে তাহলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যয়–

১. ইসলামে চিরন্তনভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বইরের বিষয়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম। আর সেগুলো হচ্ছে অতীন্দ্রিয় বিষয়। অর্থাৎ যে বিষয়গুলো মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আয়াত্তের বাইরে।

২. মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল দিকের সাথে সম্পর্কিত ইসলামের ঐ অসংখ্য বিষয় যা মানুষ তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এক বা একাধিকটি দিয়ে জানতে ও বিশ্লেষণ করতে পারে, সে ব্যাপারে চিরন্তনভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বাইরের কোন বিষয় ইসলামে নেই।

ইসলামে নির্ভুল সত্তা বা ব্যক্তি কেউ আছে কিনা

চলুন এখন কুরআন, হাদীস বা বিবেক-বুদ্ধির আলোকে পর্যালোচনা করা যাক ইসলামের দৃষ্টিতে নির্ভুল সত্তা বা ব্যক্তি কেউ আছে কিনা। পর্যালোচনা সহজ হবে আমরা যদি সত্তা বা ব্যক্তিদের নিম্নোক্ত তিনটিভাগে বিভক্ত করে নেই–

ক. মহান আল্লাহ
খ. নবী-রাসূলগণ
গ. সাধারণ মানুষ

মহান আল্লাহ নির্ভুল কিনা

বিবেক-বুদ্ধি

মহান আল্লাহ হচ্ছেন মানুষসহ মহাবিশ্বের সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি সব কিছু নির্ভুলভাবে জানেন বলেই তো সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সহজেই বলা যায় মহান আল্লাহ নির্ভুল।

আল-কুরআন

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. ... ...

অর্থঃ আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন। (বাকারা : ২৫৬)

ব্যাখ্যাঃ এখানে বলা হয়েছে মহান আল্লাহ মহাবিশ্বের সব কিছু শুনেন ও জানেন। অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন যে তার মহাবিশ্বের সকল কিছুর নির্ভুল জ্ঞান আছে। এভাবে আল-কুরআনের অসংখ্য স্থানে, মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তার মহাবিশ্বের প্রকাশ্য ও গোপন সকল কিছুর ব্যাপারে নির্ভুল জ্ঞান আছে।

আর মহান আল্লাহর যে সকল কিছুর নির্ভুল জ্ঞান আছে তার বাস্তব এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হচ্ছে আল-কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াত, বক্তব্য বা তথ্যগুলো। বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে মানুষ যত জিনিস বা তত্ত্ব আবিষ্কার করছে, নির্ভুল হলে তা কুরআনে ঐ বিষয় সম্বন্ধে উল্লিখিত বক্তব্যের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। পুস্তিকার তথ্যের উৎসের বিবেক-বুদ্ধি বিভাগে এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

নবী-রাসূলগণ নির্ভুল কিনা

বিবেক-বুদ্ধি

নবী-রাসূলগণকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে তথ্যগত ও বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি গঠন করে আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেয়ার জন্যে। আর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করে মানুষের কল্যাণ করা।' বিষয়টি আলোচনা করেছি, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য' নামক বইটিতে।

কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানে, বিশেষ করে মৌলিক জ্ঞানে যদি কারো ভুল থাকে তবে সে ঐ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবে এটি একটি সহজ বোধগম্য কথা। আবার জ্ঞান সঠিক থাকার পরও একজন মানুষ বিরুদ্ধ, পরিস্থিতির কারণে তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হতে পারে এটি বুঝাও কঠিন নয়। সুতরাং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান নির্ভুলভাবে কোন না কোন উপায়ে নবী-রাসূলগণকে মহান আল্লাহর জানানোটাই যুক্তিসঙ্গত। অন্য কথায় মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের নির্ভুল জ্ঞান নবী-রাসূলগণের থাকার কথা বা থাকা যুক্তিসঙ্গত। অধিকাংশ নবী (সা.) তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পরেননি এটি তাদের জ্ঞানের ভুলের জন্যে নয়। বাস্তব পরিস্থিতি বিরুদ্ধ ছিল বলেই তারা উদ্দেশ্য সাধনে সফল হতে পারেননি।

আল-কুরআন

তথ্য-১

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى.

অর্থ: সে নিজের মনের ইচ্ছায় কোন কথা বলে না। এটা একটি ওহী ব্যতীত কিছু নয় যা তার প্রতি নাযিল করা হয়। (নাজম : ৩, ৪)

ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ নিজেদের মনের ইচ্ছায় অর্থাৎ নিজেদের মনের কল্পনা প্রসূত কোন কথা বলেন না। তার তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে নবী-রাসূলগণের নির্ভুল জ্ঞান দেয়া হয়। সেই জ্ঞান অনুযায়ী তারা কথা বলেন বা কাজ করেন।

তথ্য-২

إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوْحَى إِلَيَّ،

অর্থঃ আমি (রাসূল (সা.)) শুধু ঐ তথ্যের অনুসরণ করি যা ওহীর মাধ্যমে আমাকে জানানো হয়। (আন'আম : ৫০)

ব্যাখ্যাঃ এখানে রাসূল (সা.) এর বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) সহ সকল নবী-রাসূলই নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করার সময় ঐ সকল নির্ভুল তথ্য বা জ্ঞানের অনুসরণ করেন যা তারা ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট থেকে জানতে পারেন।

তথ্য-৩

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ

অর্থঃ সে (রাসূল (সা.)) যদি নিজের রচিত কোন কথা আমার নামে চালিয়ে দিত, তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। অতঃপর তার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলতাম। (হাক্কাহ : ৪৪,৪৫,৪৬)

ব্যাখ্যাঃ এখানে মহান আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) যদি নিজের কল্পনাপ্রসূত কোন কথা আল্লাহ্র কথা বলে চালিয়ে দিতেন তবে তিনি তার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলতেন তথা তাকে মেরে ফেলতেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) সহ সকল নবী-রাসূল নবুওয়্যাতের দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে নিজেদের বানানো কোন তথ্য দেননি বা কথা বলেননি। আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রাপ্ত নির্ভুল জ্ঞানের মাধ্যমে তারা কথা বলেছেন।

❑❑❑ আল-কুরআনের উল্লিখিত তিনটি তথ্যের আলোকে তাহলে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্র নিকট থেকে নির্ভুল জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েই কথা বলতেন বা কাজ করতেন। অর্থাৎ তারা ছিলেন নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী। আর আল্লাহ্র নিকট থেকে তারা জ্ঞান পেতেন দু'টি উপায়ে তথা দুই ধরনের ওহীর মাধ্যমে, যথা–

ক. ফেরেশতা জিব্রাইল (আ.)-এর আনা জ্ঞান। এটিকে পঠিত ওহী তথা আল্লাহ্র কিতাব বলে।

খ. স্বপ্নের মাধ্যমে পাওয়া বা মনের মধ্যে উদয় হওয়া জ্ঞান। এটিকে অপঠিত ওহী বলে।

সাধারণ মানুষ নির্ভুল কি না

বিবেক–বুদ্ধি

সাধারণ মানুষ অর্থাৎ নবী-রাসূল বাদে অন্য মানুষ যে নির্ভুল নয় তা কোন বিবেকবান মানুষই অস্বীকার করবেন না। বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তিদের অনেক বা অধিকাংশ বক্তব্য, রায় বা সিদ্ধান্ত সঠিক হতে পারে, কিন্তু নিজের সকল বক্তব্য, রায় বা সিদ্ধান্ত নির্ভুল হলে পৃথিবীর কোন জ্ঞানী ব্যক্তি অতীতে দাবি করেননি, বর্তমানে দাবি করেন না এবং ভবিষ্যতেও দাবি করবেন না। বরং বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী একটি চিরসত্য (Eternal Truth) বক্তব্য হচ্ছে- প্রকৃত জ্ঞানী হল সে যে জানে তার অজানার ভাণ্ডার কত বিশাল।

ডাক্তারি জ্ঞান হচ্ছে এমন জ্ঞান যার ভুলে মানুষ সরাসরিভাবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা কষ্ট পয়। তাই ডাক্তারি বিদ্যার জ্ঞানে ভুল এড়ানোর জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলে অত্যন্ত সজাগ থাকেন। এই ডাক্তারি বিদ্যার অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে নিকট অতীত এবং বর্তমানের কয়েকটি তথ্যের অবস্থা নিম্নে তুলে ধরছি–

১. মাত্র ১৪-১৫ বছর আগেও ব্যাপকভাবে চালু থাকা একটি তথ্য হচ্ছে– Big surgeon big incission অর্থাৎ যে যত বড় সার্জন হবে সে তত বড় করে কাটবে। কারণ, সে জানে শরীরের কোথায় কী আছে। তাই সে কাটতে ভয় পাবে না। কিন্তু ছোট করে কেটে তথা ছিদ্র করে অপারেশন করার নানাবিধ সুফল জানার পর বর্তমানে যে তথ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হচ্ছে–Big surgeon small incission অর্থাৎ যে যত বড় সার্জন হবে সে তত ছোট করে কাটবে। কারণ, বড় করে কাটার থেকে ছিদ্র স্বরূপ কাটার সুবিধা বা কল্যাণ অনেক অনেক বেশি।

২. পেটের বড় অপরেশনের পরে পূর্বে সকল রোগীকে মোটামুটি শক্ত করে পেটে বেল্ট (Binder) বেঁধে রাখতে বলা হত। কিন্তু বর্তমানে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে অপারেশনের পর পেটে বেল্ট (Binder) বাঁধলে ক্ষত জোড়া লাগা বিলম্বিত হয়। তাই বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন না হলে পেটের অপারেশনের পর বেল্ট বাঁধতে বলা হয় না।

৩. অনেক ওষুধ কল্যাণকর দেখে বাজারে ছাড়া হয়েছে কিন্তু পরে তার ক্ষতির দিকটি বেশি প্রতিভাত হওয়ায় সেটি আবার বাজার থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

সুধী পাঠক, ডাক্তারী বিদ্যার (Medical Science) জ্ঞানের যদি এ ধরনের অসংখ্য ভুল ধরা পড়ে তবে অন্য বিদ্যার জ্ঞানে কী পরিমাণ ভুল আছে সেটি আর বুঝিয়ে বলার দরকার আছে? সুতরাং বিবেক-বুদ্ধির আলোকে সহজেই বলা যায়, পৃথিবীর কোন মানুষ (নবী-রাসূল বাদে) নির্ভুল নয়।

আল-কুরআন

তথ্য-১

وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا.

অর্থঃ এবং মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (নিসা : ২৮)

ব্যাখ্যাঃ এখানে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। কথাটি মহান আল্লাহ অনির্দিষ্টভাবে (Nonspecific) উল্লেখ করেছেন। তাই বলা যায়, আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন অন্য অনেক বিষয়ের ন্যায় নির্ভুলতার ব্যাপারেও মানুষ দুর্বল। অর্থাৎ কোন মানুষ (নবী-রাসূল বাদে) ভুলের উর্ধ্বে নয়।

আল-হাদীস

অসংখ্য হাদীসে দেখা যায়, রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কিরামদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। উত্তরে তারা বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূলই বিষয়টি ভাল জানেন।' তারপর রাসূল (সা.) বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের বর্ণনা ভঙ্গির মাধ্যমে সহজে বুঝা যায় সাহাবায়ে কিরাম স্বীকার করেছেন এবং রাসূল (সা.) ও সম্মতি দিয়েছেন যে, সাহাবাগণসহ সাধারণ মানুষ অজ্ঞতা বা ভুলের উর্ধ্বে নয়।

❑❑❑ সুতরাং কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায় নবী-রাসূল (সা.) গণ বাদে অন্য কোন মানুষ নির্ভুল তথা ভুলের উর্ধ্বে নয়।

ইসলামে অন্যের অন্ধ অনুসরণ সিদ্ধ হওয়ার পক্ষে উপস্থাপন করা যুক্তিসমূহ ও তার পর্যালোচনা

ইসলামে অন্যের কথা, বক্তব্য, তরজমা, ব্যাখ্যা বা লেখনীর অন্ধ অনুসরণ করা সিদ্ধ হওয়ার পক্ষে সাধারণত যে যুক্তি উপস্থাপন করা হয় তা হচ্ছে–

ক. ব্যক্তির অজ্ঞতার যুক্তি

খ. অন্যের জ্ঞানের গভীরতা তথা নির্ভুলতার যুক্তি

চলুন এখন কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে পর্যালোচনা করা যাক এ দু'টি যুক্তির কোনটি অনুযায়ী অন্যের অন্ধ অনুসরণ ইসলামে সিদ্ধ হবে কিনা এবং না হলে তা কি পর্যায়ের গুনাহ্ হবে–

ক. অন্ধ অনুসরণ সিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ব্যক্তির অজ্ঞতার যুক্তির পর্যালোচনা

বিবেক-বুদ্ধি

দৃষ্টিকোণ-১

❑ সবচেয়ে বড় গুনাহের দৃষ্টিকোণ

ইসলামে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্যে সবচেয়ে বড় সওয়াব এবং কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা সকলের জন্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মুমিনের ১নং কাজ ও শয়তানের ১নং কাজ' নামক বইটিতে। কুরআন জানলে ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক, অনেক দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক ও কিছু অমৌলিক বিষয় জানা হয়ে যায়। তাই যারা না জানার দোহাই দিয়ে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করেন, তাদের সর্বপ্রথম কুরআন না জানার জন্যে সকল গুনাহের বড় গুনাহটি হবে। তবে যাদের গ্রহণযোগ্য ওজর আছে তাদের কথা ভিন্ন।

দৃষ্টিকোণ–২

❑ আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত অগ্রাহ্য করার দৃষ্টিকোণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মহান আল্লাহ ইসলাম জানার জন্যে যে তিনটি মূল উৎস নির্দিষ্ট করেছেন তার একটি তিনি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে

দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে বিবেক-বুদ্ধি (عقل)। পূর্বে আমরা এটিও জেনেছি যে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝা যায় এমন বিষয়ে চিরস্থায়ীভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বাইরের কোন কথা কুরআন-হাদীস তথা ইসলামে নেই। ইসলামে চিরস্থায়ীভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি তথা বুঝের বাইরে আছে শুধু অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয়।

পূর্বে আমরা আরো জেনেছি, আল্লাহ্ প্রদত্ত বিবেক ইসলামী পরিবেশ পেলে উৎকর্ষিত হয় এবং অনৈসলামিক পরিবেশে অবদমিত হয় তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। অর্থাৎ ইসলামী পরিবেশে থেকে যে যত ভাল মুসলিম হবে তার বিবেকের রায়ের সঙ্গে ইসলাম তথা কুরআন-হাদীসের রায় তত মিলে যাবে। তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ব্যাপারে একজন খাঁটি মুসলিমের বিবেকের প্রায় সকল রায়, কুরআন ও হাদীসের রায়ের সঙ্গে মিলে যাবে। অন্যদিকে একজন অমুসলিমের বিবেকের সকল রায় না মিললেও অনেক রায় কুরআন হাদীসের সাথে মিলে যাবে।

তাই যে ব্যক্তি নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই ধরে নিয়ে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করে, সে বিবেক-বুদ্ধি নামের আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি অতিবড় নিয়ামতকে অস্বীকার করে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেকবুদ্ধি হীন ব্যক্তি (পাগল) ছাড়া অন্য সকলের জন্যে অপরের কথা, তরজমা, ব্যাখ্যা, লেখনীর অন্ধ অনুসরণ (নিজ বিবেকের রায়কে অগ্রাহ্য করে অনুসরণ) করলে আল্লাহর একটি অতি বড় নিয়ামতকে অস্বীকার করার সমান গুনাহ্ তথা কুফরীর গুনাহ্ হবে।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ নিজ বুদ্ধি নিজকে ফাঁকি না দেয়ার দৃষ্টিকোণ

নিজ বুদ্ধি নিজকে কখনই ফাঁকি দেয় না। অন্যে অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল বুদ্ধি তথা ভুল তথ্য দিতেও পারে। তাই অন্যের অন্ধ অনুসরণে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা সব সময় থেকেই যায়। 'নিজের বুদ্ধিতে ফকির হওয়াও ভাল'-ব্যাপকভাবে চালু হওয়া এ খনার বচনটির পেছনের যুক্তি হচ্ছে এটি।

নিজের যদি কোন বিষয় একেবারেই জ্ঞান না থাকে তবে সে বিষয় অন্যের অন্ধ অনুসরণ করার পর ক্ষতিগ্রস্ত হলে হয়তো কিছু সান্ত্বনা থাকে। কিন্তু নিজ জ্ঞানকে উপেক্ষা করে অন্যের অন্ধ অনুসরণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেখানে দুঃখের সীমা থাকে না। ইসলাম জানার একটি ব্যবস্থা যখন সকল মানুষের আছে তখন সেটিকে একেবারে উপেক্ষা করে অন্যের অন্ধ অনুসরণ, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কোনভাবে সঠিক বা কল্যাণকর হতে পারে না।

আল-কুরআন

তথ্য-১

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক যারা বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগায় না। (আনফাল : ২২)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ এখানে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম পশু বলে গালি দিয়েছেন। নিকৃষ্টতম পশু বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য ব্যক্তির পুরো জীবন যে ব্যর্থ, এটি বুঝা মোটেই কঠিন নয়। অত্যন্ত বড় গুনাহই শুধু একজন মানুষকে এ পর্যায়ে নিতে পারে। তাই সহজেই বুঝা যায় নিজ বিবেক-বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অন্যের অন্ধ অনুসরণ অত্যন্ত বড় ধরনের একটি গুনাহ হবে।

তথ্য-২

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.

অর্থঃ এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।

(তাকাসুর : ৮)

ব্যাখ্যাঃ এখানে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দেয়া সকল নিয়ামত সম্বন্ধে মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে অর্থাৎ জবাবদিহি করতে হবে। তাই সহজে বুঝা যায়, মানুষকে দেয়া আল্লাহর একটি অতি বড় নিয়ামত 'বিবেক-বুদ্ধিকে' অগ্রাহ্য করে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করলে পরকালে ব্যক্তিকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

তথ্য-৩

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً.

অর্থ: নিশ্চয়ই চক্ষু, কান ও অন্তর (বিবেক), এ সব কিছুর জন্যে জাবাবদিহি করতে হবে। (বনী ইসরাঈল : ৩৬)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ এখানে নিশ্চয়তাসহকারে জানিয়েছেন যে, চক্ষু, কান ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে সবাইকে তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। অর্থাৎ ঐ জিনিসগুলো আল্লাহ্ যে সকল কাজে যেভাবে ব্যবহার করতে বলেছেন ঐ সকল কাজে সেভাবে তা ব্যবহার না করলে গুনাহ্ হবে এবং পরকালে এ ব্যাপরে তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

তাহলে আল্লাহ্ এখানে নিশ্চয়তা দিয়েই বলেছেন, নিজ চোখে দেখা ও নিজ কানে শুনা বিষয় এবং নিজ বিবেক-বুদ্ধির রায়কে অগ্রাহ্য করে অন্যের কথা, তরজমা বা ব্যাখ্যার অন্ধ অনুসরণ করলে আল্লাহ্র ঐ সকল নিয়ামতকে অস্বীকার করার জন্যে গুনাহ্গার হতে হবে এবং পরকালে ব্যক্তিকে নিয়ামত অস্বীকার করা তথা কুফরীর গুনাহের জন্যে তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

তথ্য-৪

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان

অর্থঃ অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ) তোমাদের রবের কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? (আর রাহ্মান)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ সূরা আর-রাহ্মানে এই কথাটি মোট ৩১ বার উল্লেখ করেছেন। এখানে আল্লাহ্ তার দেয়া কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করতে বারবার নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর দেয়া একটি নিয়ামতকেও খুশি মনে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করলে কুফরীর গুনাহ্ হবে।

মানুষকে আল্লাহ্র দেয়া অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে জ্ঞান অর্জন তথা জীবন সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্যে দেয়া সবচেয়ে বড় তিনটি নিয়ামত হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। আর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণই হচ্ছে তার বিবেক-বুদ্ধি। তাই কুরআন, সুন্নাহ বা অন্য অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে যে কোন একটিকেও খুশি মনে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করলে যেমন কুফরীর গুনাহ্ হবে, তেমনি বিবেক-বুদ্ধিকে খুশি মনে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করলেও কুফরীর গুনাহ্ হবে।

অন্ধ অনুসরণের অর্থ হচ্ছে নিজ বিবেক-বুদ্ধির রায়কে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করে অন্যের কথা, তরজমা, ব্যাখ্যা বা লেখনীকে মেনে নেয়া ও অনুসরণ করা। তাই বিবেক-বুদ্ধি উপস্থিত আছে এমন সকল মানুষের তথা পাগল ও অজ্ঞান ব্যক্তি ব্যতীত সকল মানুষের, নবী-রাসূল বাদে অন্যের অন্ধ অনুসরণ কুফরীর গুনাহ।

আল-হাদীস

তথ্য-১

عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِه فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا فَقَالَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُوْدًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِه (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) قَالُوا لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ.

(رواه الترمذى هذا حديث غريب)

অর্থঃ হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেনঃ একদিন রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবীদের নিকট পৌঁছলেন এবং তাদের নিকট সূরা 'আর-রাহমান' শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পড়লেন। সাহাবীগণ শুনে চুপ রইলেন। তখন হুজুর বললেন, আমি এটা 'লাইলাতুল জিনে' (জিনের রাত্রে) জিনদের নিকট পড়েছি। জিনরা তোমাদের অপেক্ষা এর ভাল উত্তর দিয়েছে। আমি যখনই 'তোমাদের প্রভুর কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করতে পার? পর্যন্ত পৌঁছেছি তখনই তারা বলে উঠেছেঃ

لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ প্রভু হে! আমরা তোমার কোনো নেয়ামতকেই অস্বীকার করি না। তোমারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা।

(তিরমিজী)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসখানি পূর্বে উল্লিখিত আল-কুরআনের ৪নং তথ্যের ব্যাখ্যা স্বরূপ। হাদীসখানি থেকে পরিষ্কার বুঝ যায় আল্লাহর দেয়া যে কোন নিয়ামতের ন্যায় নিজ বিবেক-বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করলে কুফরীর গুনাহ হবে। তাই হাদীসখানির আলোকে অন্যের কথা, তরজমা, ব্যাখ্যা বা লিখনীর অন্ধ অনুসরণ যে কুফরীর গুনাহ হবে তা সহজেই বুঝা যায়।

তথ্য-২

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا الْإِثْمُ قَالَ إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

অর্থঃ হযরত আবু উসামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করল, ঈমান কী? রাসূল (স.) বললেন, যখন সৎ কাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং অসৎ কাজ পীড়া দিবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনঃ জিজ্ঞাসা করল, হে রাসূল! গুনাহ্ কী? রাসূল (সা.) বললেন, যে কাজ করতে তোমার অন্তরে বাধে (মনে করবে) সেটি গুনাহ্ এবং তা ছেড়ে দিবে। (আহমদ)

ব্যাখ্যাঃ রাসূল (সা.) এ হাদীসখানির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সওয়াব তথা ন্যায় কাজ করে মনে আনন্দ পাওয়া বা না পাওয়া এবং গুনাহ্ তথা অন্যায় কাজ করার পর মনে দুঃখ-অনুশোচনা হওয়া বা না হওয়া, অন্তরে ঈমান থাকা বা না থাকার প্রমাণ। অর্থাৎ রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন সওয়াব বা গুনাহ্ করার পর অন্তরে (বিবেকে) যথাযথ অনুভূতি যার জাগ্রত হয় না তার ঈমান নেই তথা সে কাফির। তাহলে এ হাদীসের আলোকে বলা যায় অন্তরের ঐ অনুভূতিকে যে খুশি মনে অস্বীকার করবে সেও কাফির বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ তার কুফরীর গুনাহ্ হবে।

অন্ধ অনুসরণের অর্থ হচ্ছে অন্যের কথা, বক্তব্য, তরজমা, ব্যাখ্যা বা লেখনী নিজ বিবেক বিরুদ্ধ হলেও মেনে নেয়া। অর্থাৎ নিজ বিবেকের রায়কে অস্বীকার করে মেনে নেয়া। তাই এ হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, বিবেক-বুদ্ধি আছে এমন সকল মানুষের জন্যে অন্যের অন্ধ অনুসরণ কুফরীর গুনাহ্।

সুধী পাঠক

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির এ তথ্যসমূহের আলোকে নিশ্চয়ই সকলে এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, বিবেক-বুদ্ধি আছে এমন সকল ব্যক্তির জন্যে, অন্যের বলা কথা, দেয়া তথ্য, করা তরজমা, ব্যাখ্যা বা লেখনীর অন্ধ অনুসরণ কুফরীর গুনাহ্। অন্য কথায় বলা যায়, পাগল ছাড়া অন্য সকল ব্যক্তির জন্যে অন্যের অন্ধ অনুসরণ, ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী, কুফরীর গুনাহ্।

খ. অন্ধ অনুসরণ সিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অন্যের জ্ঞানের গভীরতা তথা নির্ভুলতার যুক্তির পর্যালোচনা

বিবেক–বুদ্ধি

পূর্বে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে আমরা পরিষ্কারভাবে জেনেছি ইসলামে নির্ভুল সত্তা হচ্ছেন শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্। অর্থাৎ নির্ভুলতা শুধুমাত্র আল্লাহর গুণ বা সিফাত। নবী-রাসূল (সা.) গণ নির্ভুল এ জন্যে যে আল্লাহ্ তাদের ভুল করতে দেননি বা ভুলের উপর থাকতে দেননি। তাই নবী-রাসূল (সা.) গণ বাদে অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্ভুল মনে করার অর্থ হচ্ছে ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর সিফাতের (গুণ) সাথে শরীক করা। অর্থাৎ সেটি হবে শিরকের গুনাহ্। তাহলে বিবেক-বুদ্ধির আলোকে সহজে বলা যায় যে, নবী-রাসূল (সা.) গণ বাদে অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্ভুল মনে করে তার সকল বক্তব্য, রায়, তরজমা, ব্যাখ্যা বা লেখনী অন্ধভাবে মেনে নেয়া ও অনুসরণ করা সকলের জন্যে শিরকের গুনাহ্ হবে। চাই সে ব্যক্তি যত জ্ঞানী বা মর্যাদাসম্পন্নই হোক না কেন।

আল-কুরআন

তথ্য-১

وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا.

অর্থঃ এবং যাদেরকে তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে নসিহত করা হলে তার সহিত বধির ও অন্ধের ন্যায় আচরণ করে না। (ফেরকান:৭৩)

ব্যাখ্যাঃ সূরা ফোরকানের ৬৩-৭৩নং আয়াত পর্যন্ত মহান আল্লাহ্ নেককার মু'মিন বান্দাদের (عِبَادُ الرَّحْمٰنِ) কিছু আমল বা গুণের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন যারা ঐ বিষয়গুলো অমান্য করে তওবা না করে মৃত্যুবরণ করবে তাদের চিরকাল দোযখে থাকতে হবে ঐ আমলগুলোর একটি হচ্ছে আলোচ্য (৭৩ নং) আয়াতের বিষয়টি।

আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা তথা শিক্ষা বুঝতে হলে কোন কিছু শুনিয়ে নসিহত করা হলে তার প্রতি বধির বা অন্ধের ন্যায় আচরণ বলতে কী বুঝায় সেটি আগে ভাল করে বুঝে নিতে হবে।

বধিরকে কোন কিছু শুনানো হলে সে তা শুনতে পায় না। ফলে সে তার বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সেটি যাচাই করে গ্রহণ-বর্জন কোনটি করতে পারে না এবং সে অনুযায়ী কাজও (আমল) করতে পারে না। সুতরাং কোন কিছু শুনানোর পর তার প্রতি বধিরের আচরণ করা বলতে বুঝায়, শুনানো বিষয়টি নিজ জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে গ্রহণ বা বর্জন না করা।

আবার অন্ধকে যদি কোন বস্তুর পরিচয় অন্য বস্তুর নাম দিয়ে শুনানো হয়, যেমন কাঁঠালকে আম বলে শুনানো হয় তবে তা মেনে নেয়া ছাড়া তার কোন উপায় থাকে না। কারণ, সে দেখতে পায় না তাই নিজ জ্ঞান বা বিবেক-বুদ্ধির আলোকে ঐ শুনানো তথ্যকে যাচাই করে বর্জন বা গ্রহণ করার তার কোন উপায় নাই। তাই কোন কিছু শুনানো হলে তার প্রতি অন্ধের ন্যায় আচরণ করার অর্থ হচ্ছে নিজ জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে যাচাই না করে সেটিকে নির্ভুল বলে মেনে নেয়া।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, কুরআন দিয়ে কেউ নসিহত করলে সে নসিহতের প্রতি বধির বা অন্ধের ন্যায় আচরণ করা তার নেক বান্দাদের কাজ নয়। অর্থাৎ ঐ ধরনের আচরণ গুনাহ্‌গারদের আচরণ তথা গুনাহের কাজ। তাহলে এ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, কুরআনের আয়াত দিয়ে তথা কুরআনের আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা দিয়ে নসিহত করা হলে তা বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই না করে অন্ধভাবে নির্ভুল বলে গ্রহণ করা গুনাহের কাজ।

তবে এ কথাটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, নসিহত করার সময় কুরআনের যে আয়াত বলা হয় সে আয়াত সত্য কিনা সেটি বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নেয়ার কথা এখানে বল হয়নি। কুরআনের আয়াত শুনার পর সেটিকে তাৎক্ষণিকভাবে সত্য বলে সকল মু'মিনকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। তবে সে আয়াতের যে অর্থ বা ব্যাখ্যা করা হয় সেটিকে বিবেক-বুদ্ধির আলোকে যাচাই না করে মেনে নেয়াকে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের আয়াতের কোন ব্যক্তির করা তরজমা বা ব্যাখ্যাকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই না করে অন্ধভাবে মেনে নেয়াকে এখানে নিষেধ তথা গুনাহের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর ৬৯নং আয়াতে এ ধরনের আচরণকারীদের দ্বিগুণ শাস্তি ও চিরকাল দোযখে থাকার কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ ধরনের আচরণ একটি বড় গুনাহ বলেই আল্লাহ্ ঐ গুনাহগারদের চিরকালের জন্য দোযখের শাস্তি দিবেন।

তথ্য-২

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلـــهًا وَّاحِدًا لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

অর্থঃ তারা (ইহুদী ও খ্রিষ্টান) নিজেদের আলেম ও দরবেশ ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে এবং মরিয়ম পুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদের এক ইলাহ্ ছাড়া আর কারো দাসত্ব (আনুগত্য) করার হুকুম দেয়া হয়নি। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন ইলাহ নেই। (আল্লাহ্ ছাড়া অন্যরাও রব এর ন্যায় আনুগত্য পেতে পারে এ ধরনের) যে শিরকী ধারণা তারা পোষণ করে তা থেকে আল্লাহ্ মুক্ত। (তওবা:৩১)

ব্যাখ্যাঃ আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ্ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সকলকে তাদের সমাজের আলেম বা দরবেশদের রবের ন্যায় আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন এবং এটিকে শিরকী কাজ বলে আয়াতের শেষে উল্লেখ করেছেন। আর এখানে যে আলেম-দরবেশদের নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে রবের ন্যায় আনুগত্য করতে নিষেধ করা হয়েছে তা রাসূল (সা.) তার হাদীসের মাধ্যমে (পরে আসছে পৃষ্ঠা নং ... ...) সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

অর্থঃ বল, হে আহলে কিতবগণ, এস এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। সেটি এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত

(দাসত্ব) করব না। তার সাথে কাউকে শরীক করব না এবং আমরা আল্লাহ্ ছাড়া নিজেদের মধ্যে অন্য কাউকে রব বলে গ্রহণ করব না। এ বক্তব্য গ্রহণ না করলে তাদের বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম। (আলে-ইমরান:৬৪)

ব্যাখ্যাঃ এখানে মহান আল্লাহ্ রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে আহলে কিতাব ও রাসূল (সা.)-এর উম্মতের সকলকে তাদের শরীয়াতের একই ধরনের কয়েকটি বিষয় থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। তার একটি হচ্ছে নিজেদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তিকে রব হিসেবে মানা বা গ্রহণ করা। কাউকে রব হিসেবে মানা বা গ্রহণ করার দু'টি অর্থ হচ্ছে-

ক. রব তথা আল্লাহর মত শক্তিধর মনে করে শাস্তি এড়ানোর জন্যে তাঁর সকল কথা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়া।

খ. রবের ন্যায় নির্ভুল মনে করে তাঁর সকল কথা, তরজমা, ব্যাখ্যা বা লেখনী অন্ধভাবে মেনে নেয়া ও অনুসরণ করা।

আয়াতখানির মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা ঐ উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোন মানুষকে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আর সহজেই বুঝা যায় ঐ দু'টির যে কোন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য মানুষকে অনুসরণ করলে শিরকের গুনাহ হবে।

অন্যদিকে আয়াতে কারীমার শেষে যে সকল ব্যক্তিরা আয়াতে উল্লিখিত বিষয়গুলো মেনে নিয়ে তাদের ভুল আমল শুদরিয়ে নিতে অস্বীকার করবে তাদের জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে যে, রাসূল (সা.) ও তার অনুসারীরা মুসলিম। অর্থাৎ এখানে জানিয়ে দেয়া হয়েছে ঐ বিষয়গুলোর একটিও যে বা যারা খুশি মনে পালন করে যেতে থাকবে তারা মুসলিম নয়। তাই আয়াতের শেষ অংশের মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যারা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সকল কথা, তরজমা, ব্যাখ্যা বা লেখনী নির্ভুল মনে করে খুশি মনে মেনে নিবে তারা মুসলিম নয়।

আল-হাদীস

তথ্য-১

আদী বিন হাতিম খ্রিষ্টান ছিলেন। ইসলামের দাওয়াত তার নিকট পৌঁছালে তিনি সিরিয়ার দিকে পালিয়ে যান। ঐ সময় তার ভগ্নি ও দলের লোকেরা বন্দি হয়। রাসূল (সা.) দয়া করে তার ভগ্নিকে মুক্তি দেন এবং তাকে কিছু অর্থও

দেন। সে তখন সরাসরি ভাইয়ের নিকট চলে যায় এবং তাকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করে এবং মদীনায় যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করে। তাই তিনি মদীনায় আসেন। তিনি 'তাই' গোত্রের নেতা ছিলেন। আর তার পিতা দানশীল হিসেবে তখন দুনিয়াব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। জনগণ রাসূলুল্লাহ (স.) কে তাঁর আগমনের সংবাদ দেন। সংবাদ পেয়ে রাসূল (স.) স্বয়ং তার নিকট চলে আসেন। ঐ সময় আদীর গলার রুপার নির্মিত ক্রশ ঝুলানো ছিল। রাসুলুল্লাহর মুখে তখন اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ তথা সূরা তওবার ৩১ নং আয়াতখানি উচ্চারিত হচ্ছেল। তখন আদী প্রশ্ন করেন আমরা তো আলেম-দরবেশদের রব মানি না সুতরাং এ আয়াতে তাদেরকে 'রব' বানিয়ে নেয়ার যে দোষারোপ আমাদের উপর করা হয়েছে এর প্রকৃত তাৎপর্য কী? রাসূল (সা.) উত্তরে বলেন, এটা কি সত্য যে, যা কিছু তারা হারাম বলে সেগুলোকে তোমরা হারাম বলে মেনে নাও, আর যা কিছু তারা হালাল বলে তাকে তোমরা হালাল বলে গ্রহণ কর? আদী বলেন, হ্যাঁ এরূপ তো অবশ্যই আমরা করে থাকি। রাসূল (সা.) তখন বললেন, এটিই হচ্ছে তাদের 'রব' বলে গ্রহণ করা। (আরো কিছু কথা বলার পর) রাসূল (সা.) তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তিনি তা কবুল করেন। এ দেখে রাসূল (স.)-এর চেহারা মুবারক খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে যায়। তিনি বলেন, ইহুদীদের উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়েছে এবং খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। (আহমদ, তিরমিজী, ইবনে জারীর)

তথ্য-২

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে সূরা তওবার ৩১ নং আয়াতের 'আলিম ও দরবেশদের 'রব' বানিয়ে নেয়া কথাটির তাফসীরে আলিম ও দরবেশদের কথার অন্ধ অনুসরণকে বুঝানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, বঙ্গানুবাদ, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা নং-২৮০)।

হাদীস ক'খানির ব্যাখ্যা

সূরা তওবার ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে বর্ণিত রাসূল (স.)-এর এ হাদীস ক'খানি হতে স্পষ্ট বুঝা যায়, মহান আল্লাহ ঐ আয়াতে আলিম ও দরবেশদের 'রব' বানিয়ে নেয়া বলতে বুঝিয়েছেন, তাদের সকল কথাকে নির্ভুল মনে করে মেনে নেয়া ও অনুসরণ করা। অর্থাৎ নিজ বিবেক-বুদ্ধি বিরুদ্ধ হলেও

আলিম-দরবেশদের সকল কথা, তথ্য, তরজমা, ব্যাখ্যা বা লেখনীর অন্ধ অনুসরণ করা। সুতরাং রব বানিয়ে নেয়ার অর্থ হচ্ছে রব হিসেবে মহান আল্লাহর নির্ভুলতার সিফাতের (গুণ) সাথে আলিম-দরবেশ বা অন্য কাউকে শরীক করা। তাই বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষ এরকমটি করলে তার শিরকের গুনাহ্ হবে।

ইহুদী-খ্রিষ্টানদের অবস্থার উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ ঐ কথাটি বললেও তা সকল কিতাবধারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বর্তমান কুরআনধারী মুসলিমদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন যে কেউই যদি তাদের সমাজের আলিম, দরবেশ, পীর, বুজর্গ, চিন্তাবিদ বা নেতার সকল কথা, তথ্য, তরজমা, ব্যাখ্যা বা লেখনীকে নিজ বিবেক-বুদ্ধি বিরুদ্ধ হলেও কুরআন-হাদীসের বিনা যাচাইয়ে অন্ধভাবে অনুসরণ করে তবে তার শিরকের গুনাহ্ হবে।

সুধী পাঠক

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উপরোক্ত তথ্যের আলোকে অপরের অন্ধ অনুসরণ, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন সকল মুসলিমের জন্যে যে শিরকের গুনাহ্- এ ব্যাপারে আর দ্বিমত করার কোন সুযোগ আছে কি?

এখন বর্তমান বিশ্ব-মুসলিমদের অবস্থা একটু ভেবে দেখুন। সাধারণ মুসলিমতো দূরের কথা 'আলিম' বলে পরিচিত লোকেরাও একে অপরকে বা তাদের মুরব্বিদের কিভাবে অন্ধ অনুসরণ করে তা আশা করি আমার ন্যায় আপনাদেরও নজর এড়ায় নাই। আমি যখন এ কথাটি ভাবি তখন জাতির দুরবস্থার কথা ভেবে অস্থির হয়ে যাই।

'অন্ধ অনুসরণ সাধারণভাবে দোষের নয়' ব্যাপকভাবে প্রচারিত জাতি বিধ্বংসী এ তথ্যটি উৎপত্তির মূল উৎসসমূহ

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম ইসলামের ব্যাপারে কারো না কারো অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। কারণ, তারা কোন না কোনভাবে জেনেছে ইসলামে অন্ধ অনুসরণ দোষের নয় বরং দরকারী। চলুন এখন যে সকল মূল উৎস থেকে জাতি বিধ্বংসী এ কথাটি উৎপত্তি হয়েছে তা পর্যালোচনা করা যাক। 'অন্ধ অনুসরণ সাধারণভাবে দোষের নয়'-এ কথাটির উৎপত্তির মূল তিনটি উৎস হচ্ছে–

ক. ইসলাম জানার মূল উৎসসমূহ সম্বন্ধে মারাত্মক অসতর্ক ধারণা

খ. ইসলাম না জানার তত্ত্ব

গ. আল-কুরআনের কয়েকটি আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা। চলুন এখন বিষয়গুলো নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

'ইসলাম জানার মূল উৎস সম্বন্ধে মারাত্মক অসতর্ক' ধারণা

বর্তমান মুসলমান সমাজের প্রায় সকলেই জানেন ও মানেন যে, ইসলাম জানার মূল উৎসসমূহ হচ্ছে–

১. কুরআন ২. সুন্নাহ ৩. ইজমা এবং ৪. কিয়াস

কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ পর্যালোচনা করলে অত্যন্ত সহজে বুঝা যায় যে, ইসলাম জানার জন্যে সকল মানুষকে আল্লাহর দেয়া মূল উৎসসমূহ হচ্ছে–

১. কুরআন

২. সুন্নাহ

৩. বিবেক-বুদ্ধি (عقل), (Conscience-Intellect)

এই তিন মূল উৎস ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হলে ঐ বিষয়ে ইজমা (Consensus) হয়েছে বলা হয়। তাই সহজেই বুঝা যায়, কিয়াস ও ইজমা মূল উৎস নয়। তা হচ্ছে উৎসসমূহ ব্যবহার করে বের করা তথ্য, সিদ্ধান্ত বা রায়।

ইজমা ও কিয়াস ইসলাম জানার দু'টি মূল উৎস, এ তথ্যটি, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সকল কথা, তরজমা বা ব্যাখ্যাকে বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়ার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রেখেছে, রাখছে এবং চালু থাকলে ভবিষ্যতেও রাখবে।

খ. ইসলাম না জানার তত্ত্ব

'ইসলামে অন্যের অন্ধ অনুসরণ সাধারণভাবে দোষের নয়, জাতি বিধ্বংসী এ কথাটি ব্যাপকভাবে চালু হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে যে বিষয়টি তা হচ্ছে এই 'না জানার তত্ত্ব'। বলা হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি জানে না তার অন্যের অন্ধ অনুসরণ না করে উপায় থাকে না। তাই যার ইসলাম জানা নেই তার তো ইসলাম পালনের জন্যে অন্যের অন্ধ অনুসরণ না করে উপায় নেই-ই। অর্থাৎ তার জন্যে ইসলামের ব্যাপারে অন্যের অন্ধ অনুসরণ দোষের নয়। আর যেহেতু সাধারণ ধারণা হচ্ছে অধিকাংশ মুসলিম ইসলাম জানে না, সেহেতু এ তত্ত্ব মতে অধিকাংশ মুসলিমের জন্যে অন্যের অন্ধ অনুসরণ দোষের নয় বরং তা ইসলাম পালনের জন্যে প্রয়োজন।

এই না জানার তত্ত্ব মুসলিম সমাজে এতোটা প্রভাব বিস্তার করেছে যে, অধিকাংশ 'আলিম' বলে পরিচিত ব্যক্তির নিকটও কোন বিষয় উপস্থাপন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা হচ্ছে অমুক অমুক 'বড় আলিম' যদি বিষয়টি মেনে নেয়, তবে আমরাও তা মেনে নেব।

পূর্বেই কুরআন ও হাদীসের তথ্যের মাধ্যমে আমরা নিশ্চয়তাসহকারে জেনেছি যে, পৃথিবীতে পাগল ছাড়া আর কেউ নেই যে ইসলামের অধিকাংশ বা অনেক বিষয় জানে না। কারণ, কয়েকটি অতীন্দ্রিয় বিষয় এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া বিবেকের দেয়া কিছু রায়ের বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে মানুষের বিবেকের যে রায় কুরআন-হাদীস তথা ইসলামেরও সেই রায়। আর একজন ভাল মুসলমানের আল্লাহ্ প্রদত্ত বিবেক যেহেতু পরিস্ফুটিত বা উৎকর্ষিত হয় তাই প্রায় সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে তার বিবেকের রায় আর কুরআন-হাদীস তথা ইসলামের রায় একই হয়।

তাই অধিকাংশ মুসলিম ইসলাম জানে না সুতরাং তাদের জন্যে অন্ধ অনুসরণ দোষের নয়, তথা না জানার তত্ত্বের দোহাই দিয়ে ইসলামে অন্যের অন্ধ অনুসরণ সিদ্ধ, এ কথাটি সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ্ বিরুদ্ধ।

গ. আল-কুরআনের কয়েকটি আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা

তথ্য-১

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

অর্থঃ সকলেই আল্লাহ্, তাঁর কিতাব, ফিরিশতা ও রাসূলগণকে বিশ্বাস করে এবং রাসূল (স.) গণের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না এবং তারা বলে আমরা (আদেশ বা তথ্য) শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব, তোমার নিকট গুনাহ্ মাফের প্রার্থনা করি। আমাদের তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে।

(বাকারা : ২৮৫)

তথ্য-২

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ: ঈমানদার লোকদের কথা তো (অবস্থা) এমন যে যখন তাদের নিজেদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার জন্যে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে (কুরআন ও হাদীসের দিকে) ডাকা হয় তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। এরূপ লোকেরাই কল্যাণ লাভ করে। (নূর : ৫১)

তথ্য-৩

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.

অর্থ: অথচ যদি তারা (কিছু ইহুদী) বলত আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি এবং (বলত) শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে ছিল তাদের জন্যে উত্তম। আর এটাই ছিল সঠিক নীতি। (নিসা : ৪৬)

তথ্য-৪

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ.

অর্থ: কাজেই যতটা সম্ভব হয় আল্লাহকে তোমরা ভয় করতে থাক। আর শোন ও অনুসরণ কর এবং নিজ ধন-মাল খরচ কর, এটা তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণকর (তাগাবুন : ১৬)

আয়াত ক'খানির অসতর্ক ব্যাখ্যা

আয়াত ক'খানির 'শোনা ও মেনে নেয়া' বা 'শুনলাম ও মেনে নিলাম' অংশটুকুকে, অন্ধ অনুসরণের সমর্থনকারীরা, ইসলামে অন্ধ অনুসরণ সিদ্ধ হওয়ার পক্ষে কুরআনের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। তারা বলেন, আল্লাহ্ এখানে কুরআন ও হাদীসের কথা শুনার সাথে সাথে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে তথা অন্ধভাবে অনুসরণ করতে বলেছেন। তাই চলুন এখন আয়াত ক'খানির 'শুনলাম ও মেনে নিলাম' অংশটুকুর সঠিক ব্যাখ্যা কী হবে, তা পর্যালোচনা করা যাক।

আয়াত ক'খানির প্রকৃত ব্যাখ্যা

আয়াত ক'খানিতে মহান আল্লাহ্ কুরআনের আয়াত তথা কুরআনের আরবী আয়াত শুনার সাথে সাথে সকলকে তা চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে বলেছেন। কারণ ঐ আরবী আয়াতে কোন ভুল নেই। তবে ঐ কথার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ আল-কুরআনের আরবী আয়াতের আরবী বা অন্য ভাষায় করা অর্থ বা ব্যাখ্যাকে নির্ভুল বলে চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে বলেননি। কারণ মানুষের দ্বারা করা অর্থ বা ব্যাখ্যায় ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং উল্লিখিত আয়াত ক'খানির অর্থ

ব্যাখ্যা হিসেবে একথা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় যে, কুরআনের আয়াতের অন্যের কৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা বা কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যে কারো বক্তব্যকে আল্লাহ এখানে চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে বলেছেন।

কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বা কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা বক্তব্যের বিষয়ে করণীয়

কুরআনের আয়াতের ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যা এবং হাদীসের নামে রাসূল (সা.) বলেন নাই এমন কথা মুসলিম তথা মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি করবে, তিন কালের জ্ঞান থাকা মহান আল্লাহ তা জানতেন। তাই আল-কুরআনের কোন আয়াতের ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যা এবং হাদীসের নামে ভুল কথা যাতে সমাজে চালু না হতে পারে, সে জন্যে কুরআনের আয়াতের যে কোন ব্যক্তির করা অর্থ বা ব্যাখ্যা এবং হাদীসের বক্তব্য (মতন) সহ যে কোন বিষয়ের নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্যে মহান আল্লাহ একটি ফর্মুলা বা ক্রমধারা কুরআন-সুন্নাহের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। ঐ ফর্মুলাটি ব্যবহার করে ইসলামের নামে বলা অধিকাংশ ভুল কথা পৃথিবীর সকল বিবেকবান মানুষ প্রাথমিকভাবে ধরে ফেলতে পারবেন। যাদের কুরআন-হাদীসের মোটামুটি জ্ঞান আছে তাদের পক্ষে ঐ ব্যাপারে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তেমন বেগ পেতে হবে না। আর যাদের বিবেক সমুন্নত এবং কুরআন-হাদীসের ভাল জ্ঞান আছে তারা মুহূর্তের মধ্যে সকল বিষয়ে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বর্তমান মুসলিম জাতি ঐ অপূর্ব ফর্মুলাটি হারিয়ে ফেলেছে। আর এর ফলস্বরূপ কুরআন-হাদীসের দোহাই দিয়ে মৌলিক-অমৌলিক অসংখ্য ভুল কথা, ইসলামের কথা হিসেবে মুসলিম সমাজে চালু হয়ে গিয়েছে। চলুন এখন ফর্মুলাটি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

কুরআনের কৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা বা কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে উপস্থাপন করা বক্তব্যের বিষয়ে করণীয়

কুরআনের আয়াতের অর্থ, ব্যাখ্যা, উদ্ধৃতি বা দোহাই দিয়ে কেউ কোন কথা বললে বা তথ্য উপস্থাপন করলে বলতে হবে 'কুরআনের উদ্ধৃত আয়াতখানি বা আয়াত ক'খানিকে আমি অবশ্যই নির্ভুল বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু আয়াতের যে অর্থ বা ব্যাখ্যা বলা হচ্ছে তা নির্ভুল বলে গ্রহণ করার আগে আমাকে অবশ্যই, কুরআনের আয়াতের কৃত অর্থ বা ব্যাখ্যার নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্যে মহান আল্লাহ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের যে ফর্মুলা বা ক্রমধারা দিয়েছেন তা দিয়ে যাচাই করতে হবে। সে যাচাইয়ে যদি কথিত অর্থ বা ব্যাখ্যাটি নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে তা আমি অবশ্যই গ্রহণ করব। আর ঐ যাচাইয়ে যদি তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়, তবে অবশ্যই আমি তা ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করব। চাই সে অর্থ বা ব্যাখ্যা দানকারী ব্যক্তি যতই জ্ঞানী বা মহৎ হোক না কেন।' ফর্মুলা বা ক্রমধারাটি অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হল-

আল-কুরআনের অন্যের কৃত অর্থ বা ব্যাখ্যার নির্ভুলতা যাচাইয়ের ফর্মুলা (ক্রমধারা)

অন্যের কৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা

↓

নিজ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করা

↓

বিবেক-সিদ্ধ হলে সঠিক এবং বিবেকের বাইরে বা বিরুদ্ধ হলে ভুল বলে সাময়িকভাবে ধরে নেয়া

↓

নিজ বিবেককে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের সঠিক নীতিমালা (পরে আসছে) অনুসরণ করে নিজে এককভাবে বা অন্যে সাহায্য নিয়ে আয়াত খানির অর্থ ও ব্যাখ্যা করা

↓

- নিজকৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা, সাময়িক রায় এবং অন্যের কৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুরূপ হলে সাময়িক রায়কে আয়াতটির চূড়ান্ত অর্থ বা ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করা
- নিজকৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা সাময়িক রায়ের প্রত্যক্ষ বিপক্ষে এবং অন্যের কৃত অর্থ বা ব্যাখ্যার প্রত্যক্ষ পক্ষে গেলে সাময়িক রায়কে প্রত্যাখ্যান করে অন্যের কৃত অর্থ বা ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- নিজকৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা সাময়িক রায়ের প্রত্যক্ষ পক্ষে এবং অন্যের কৃত অর্থ বা ব্যাখ্যার প্রত্যক্ষ বিপক্ষে গেলে সাময়িক রায়কে আয়াতখানির অর্থ বা ব্যাখ্যা বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা

আল-কুরআনে সঠিক তরজমা বা তাফসীর করার নীতিমালা তথা আল-কুরআনের সঠিক তরজমা বা তাফসীর করার জন্যে যে বিষয়গুলো সবার জানা থাকা অবশ্যই দরকার

১. আরবী ভাষার জ্ঞান থাকা

আরবী ভাষার জ্ঞানের সঙ্গে পরে উল্লিখিত তথ্য সমূহের নিম্ন বর্ণিত সম্পর্ক সবাইকে মনে রাখতে হবে-

- ❑ আরবী ভাষার কোন জ্ঞান না থাকলে কুরআনের তরজমা বা তাফসীর করা সম্ভব নয়,
- ❑ আরবী ভাষার বিশেষজ্ঞ জ্ঞান থাকলেও পরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ জানা না থাকলে যা যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে আনেক আয়াতের সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়,
- ❑ পরে উল্লেখিত জানা থাকলে আরবী ভাষা জানা না থাকলেও অন্য ভাষার তরজমা বা তাফসীর পড়ে কুরআনের ভাল জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব বা অন্যের কৃত তরজমা বা তাফসীরে ভুল-ত্রুটি সনাক্ত করা সম্ভব,
- ❑ যার আরবী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান আছে এবং পরে উল্লেখিত তথ্যসমূহ জানা ও যথাযথভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে সেই সবচেয়ে ভাল তরজমা ও তাফসীর করতে পারবে।

২. হাদীসের জ্ঞান থাকা

৩. কুরআনের স্পষ্ট বিরুদ্ধ কথা যে গ্রন্থেই থাকুক না কেন তা অগ্রহণযোগ্য

৪. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন

৫. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন কথা নেই

৬. বিবেক-বুদ্ধির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

৭. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) বিষয়ে চিরন্তনভাবে বিবেকের বাইরের কথা কুরআনে নেই

৮. অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য (ব্যাখ্যা) চিরন্তনভাবে মানুষের বিবেকের বাইরে
৯. কুরআন বোঝা সহজ
১০. অস্পষ্ট আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা স্পষ্ট আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যার সাথে সম্পূরক হতে হবে।
১১. একটি বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে
১২. কুরআনের সকল আয়াত থেকে মুসলিমদের শিক্ষা আছে।
১৩. কোন শব্দ বা আয়াতের একাধিক অর্থ হলে যে অর্থ আগের আয়াত, পরের আয়াত, অন্য আয়াত, হাদীস ও শানে নুযুলের সম্পূরক হবে সেটিই গ্রহণ করতে হবে
১৪. আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পথে সুস্পষ্টভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কোন আয়াতের এরূপ তরজমা বা ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না। (আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল, 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা।)'
১৫. মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর মহাপরিকল্পনাটি ইনসাফের পরিপন্থী হয়ে যায়, কোন আয়াতের এরূপ তরজমা বা তাফসীর গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহর ঐ পরিকল্পনাটি হচ্ছে, 'কর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে ইনসাফসহকারে' পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া'
১৬. প্রাকৃতিক আইন (Natural law) যার যত বেশী জানা থাকবে সে ততো ভাল বা বেশী কুরআন বুঝবে
১৭. কুরআনে ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের উল্লেখ আছে
১৮. শানে নুযুলের জ্ঞান থাকা
১৯. ইসলামের অন্তত মৌলিক আমলসমূহ পালনকারী হওয়া
২০. ইসলামকে বিজয়ী করা তথা সমাজে প্রতিষ্ঠা করার কাজে যে যত বেশী সম্পৃক্ত থাকবে সে ততো বেশী কুরআন বুঝবে।

২১.যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা করা পূর্বকালের তাফসীরের চেয়ে পরবর্তীকালের তাফসীর বেশী নির্ভুল হবে।

(বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, 'আল-কুরআনের সঠিক তরজমা বা তাফসীর করা অথবা অন্যের কৃত তরজমা বা তাফসীর থেকে সঠিক শিক্ষা অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও গুণসমূহ' নামক বইটিতে)

সহীহ্ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথার ব্যাপারে করণীয়

'সহীহ' হাদীসের উদ্ধৃতি বা দোহাই দিয়ে কেউ কোন কথা বললে বা কোন তথ্য উপস্থাপন করলে বলতে হবে হাদীসকে 'সহীহ' বলা হয় সনদ তথা বর্ণন সূত্রের ধারাবাহিকতা ও বর্ণনাকারীদের গুণাগুণের ভিত্তিতে, মতন তথা বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। অর্থাৎ হাদীসশাস্ত্রে বক্তব্য, বিষয়টি নিশ্চিতভাবে নির্ভুল হওয়া নয় বরং বক্তব্য বিষয়টি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যুক্ত হাদীসকে 'সহীহ' হাদীস বলা হয়। তাই উদ্ধৃত করা 'সহীহ' হাদীসখানির বক্তব্য নির্ভুল কিনা অর্থাৎ তা রাসূল (সা.)-এর বক্তব্য কিনা তা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে যাচাই করার যে ফর্মুলা বা ক্রমধারা আল্লাহ্ দিয়েছেন (পরে আসছে) তা দিয়ে হাদীসখানির মতনকে আমি যাচাই করব। সে যাচাইয়ে যদি হাদীসখানির মতনটি (বক্তব্য বিষয়টি) নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে আমি তা গ্রহণ করব। অন্যথায় অবশ্যই আমি তা ভুল তথা রাসূল (স.)-এর নামে বলা বানানো কথা বলে প্রত্যাখ্যান করব। ফর্মুলা বা ক্রমধারাটি পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হল এবং তার বিস্তারিত বিবরণ পাবেন, 'হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী সহীহ্ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?' নামক বইটিতে।

সহীহ হাদীসের বক্তব্যের (মতন) নির্ভুলতা যাচাইয়ের ফর্মুলা

কুরআন-হাদীস মোটেই না জানা মুসলিম ও অন্ধ অনুসরণ

প্রশ্ন আসতে পারে যে, যে মুসলিম কুরআন-হাদীস একেবারেই জানে না সে তো আল্লাহর দেয়া নির্ভুল যাচাইয়ের ফর্মুলাটি নিজে ব্যবহার করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং তার ব্যাপারে অন্ধ অনুসরণের বিষয়টি কেমন হবে।

এ ধরনের ব্যক্তির ব্যাপারে প্রথম কথা হচ্ছে একজন মুসলিমের জন্যে সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা। তাই যার কুরআনের জ্ঞান নেই তাকে প্রথমেই সবচেয়ে বড় গুনাহটি করার অপরাধে অপরাধী হতে হবে। আর ইসলামী জীবন বিধানে একজন ব্যক্তির গুনাহের কাজ করেও গুনাহ হয় না যদি তার আমলটির সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকে। তাই কুরআনের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি যদি বাস্তব কারণে কোন ধরনের অক্ষর জ্ঞান অর্জন করতে না পেরে থাকেন, তবে কুরআনের জ্ঞান না অর্জন করতে পারার জন্যে তার যদি প্রচণ্ড অনুশোচনা থাকে এবং কুরআনের জ্ঞান অর্জনের জন্যে সে যদি প্রচণ্ড চেষ্টায় রত থেকে থাকে, তবে দয়াময় আল্লাহ হয়তো তাকে ঐ গুনাহ থেকে অব্যাহতি দিতেও পারেন।

কুরআন-হাদীস মোটেই জানা না থাকা ব্যক্তিদের ফর্মুলাটি অনুসরণের বিষয়ে দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে ফর্মুলাটির সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করার পর আল্লাহ বলেছেন 'যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও' (তবে ফর্মুলাটি অনুসরণ করবে)। অর্থাৎ ফর্মুলাটি অনুসরণ না করতে পারার দরুন কুফরীর গুনাহ থেকে বাঁচাতে হলে প্রচণ্ড ওজর, অনুশোচনা এবং ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকতে হবে। আর এই উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার দু'টি অবস্থা হতে পারে –

ক. যারা কুরআন-হাদীস জানে তাদের নিকট থেকে ঐ বিষয়ে কুরআন-হাদীসে যে সকল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য আছে তা জেনে নিয়ে সেগুলো ফর্মুলায় ব্যবহার করে ব্যক্তিগতভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

খ. নিজ প্রচেষ্টায় কুরআন-হাদীস শিখে নিয়ে, ঐ বিষয়ে কুরআন-হাদীসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে সকল তথ্য আছে তা ব্যক্তিগতভাবে খুঁজে বের করে ফর্মুলায় ব্যবহার করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

শেষ কথা

পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যগুলো জানার পর কারো মনে এ ব্যাপারে দ্বিধা থাকার কথা নয় যে, পাগল ব্যক্তি ছাড়া সকলের জন্যে 'অন্যের অনুসরণ' শিরক বা কুফরীর গুনাহ্। অন্ধ অনুসরণে যারা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হন তারা এর পক্ষে নানাভাবে প্রচারণা চালাবেন, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্য সকলের, মহা ক্ষতিকর এ বিষয়টিকে প্রতিরোধ করার জন্যে সকল দিক দিয়ে চেষ্টা করা ঈমানী দায়িত্ব। ইচ্ছা থাকলেও তথ্যের অভাবে অনেকে কিছু বলতে পারেন না। আশা করি, পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যসমূহ তাদের তথ্য-প্রমাণের দুর্বলতাকে অনেকাংশে কাটিয়ে দিতে সক্ষম হবে। ফলে তারা নিজেরা অন্ধঅনুসরণ থেকে আরো পরিপূর্ণভাবে দূরে থাকতে পারবেন এবং অন্যকে অন্ধ অনুসরণ থেকে দূরে রাখার জন্যে আরো বলিষ্ঠভাবে বলতে পারবেন বা বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবেন। আর এর চূড়ান্ত ফলস্বরূপ আশা করা যায় বর্তমানে চরম অধঃপতিত এ মুসলিম জাতি দুনিয়া ও আখিরাতে আবার কামিয়াব হতে পারবে।

ভুল-ত্রুটি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দেয়া প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। আর তা সঠিক হলে নিজেকে সুধরিয়ে নেয়াও মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। তাই পুস্তিকার ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়ার অনুরোধ রেখে ও আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফিজ।

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

বের হয়েছে –

- পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী –

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসূল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোনটি ?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন, নেককার মু'মিন, ফাসিক ও কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুণাহ্ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর (ভাগ্য) পূর্ব নির্ধারিত'—কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ্ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ্ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহ্সহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কি?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির - (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)

প্রাপ্তিস্থান

- আধুনিক প্রকাশনী
  প্রধান কার্যালয়ঃ ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১১৫১৯১
  শাখা অফিসঃ ৪৩৫/৩/২ ওয়ার্লেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার
  ফোনঃ ৯৩৩৯৪৪২
- ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল
  ১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোনঃ ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ০১৭১৬৩০৬৬৩৭
- দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল , ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড
  রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন : ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫
- আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা
  ফোনঃ ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৭৩৪৯০৮
- তাসনিয়া বই বিতান
  ৪৯১/১ ওয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা। ফোনঃ০১৭১২-০৪৩৫৪০
- ইসলাম প্রচার সমিতি, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন : ৮৬২৫০৯৭
- মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
  ফোন : ৯৫৬৬৬৫৮-৯, ০১৭১১-০৩০৭১৬
- এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে